দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 17 JUN 2007

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বাজেটে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন খাতে থোক বরাদ্দ বৃদ্ধি দাবি

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৬ জুন, নিজস্ব সংবাদদাতা ॥ সরকারী স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দেশের ৪৬টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলে শিক্ষক-কর্মচারীদের নতুন জাতীয় বেতন স্কেলে বেতন প্রদান এবং ২০০৬-২০০৭ অর্থবছরে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসহ অপর একটি স্কুলের চব্বিশ শিক্ষক-কর্মচারীর বকেয়াসহ চলতি অর্থবছর থেকে বেতন ভাতার ৮০ শতাংশ পরিশোধের জন্য জাতীয় বাজেটে সংশ্লিষ্ট খাতে থোক বরাদ্দ বৃদ্ধি করার দাবি জানিয়েছেন সুইড ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা কার্যকরী কমিটি এবং স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীবৃন্দ।

আজ শনিবার সুইড ব্রাহ্মণবাড়িয়া শাখা কার্যালয়ে আয়োজিত "অর্থ উপদেষ্টার কাছে সনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের বারো জন শিক্ষক-কর্মচারীর আবেদন" শীর্ষক এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার সভাপতি আল-মামুন সরকার এই দাবির যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে লিখিত বক্তব্যে উল্লেখ করেন, ঘোষিত বাজেটে প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার বিষয়ে উৎসাহ বাড়াতে উপবৃত্তি দেয়ার জন্য অর্থ উপদেষ্টা ৫ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রশংসনীয় প্রস্তাব করলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ভাতা খাতে অর্থ বৃদ্ধির প্রস্তাব না থাকায় দীর্ঘ আড়াই বছর যাবত বেতনবঞ্চিত এসব শিক্ষক-কর্মচারীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন। তিনি বলেন, দেশের বিপুলসংখ্যক মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ শিক্ষা স্কুল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত ও সুইড বাংলাদেশ পরিচালিত ৪৬টি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের ৪৬৪ জন শিক্ষক-কর্মচারী প্রতি বছর বাজেটের থোক বরাদ্দ থেকে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বেতন ভাতার ৮০ ভাগ সরকার থেকে পেয়ে আসছেন। কিন্তু সরকার ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে দেশে নতুন জাতীয় বেতন স্কেল কার্যকর করলেও বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলের শিক্ষক-কর্মচারীদের বর্ধিত বেতন ও নতুন চব্বিশ শিক্ষকের বেতনের জন্য বাজেটে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ না করার অজুহাতে এসব শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অদ্যাবধি নতুন বেতন স্কেল কার্যকর হয়নি। এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থবছর থেকে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলাধীন সনি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী স্কুলসহ অপর একটি স্কুলের চব্বিশ শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভাতার সরকারী বরাদ্দ এখনও পাওয়া যায়নি।